পাকিস্তান ঝুঁকছে চীনের দিকে, সৌদি আসছে ভারতে!

সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবের। সৌদির কাছ থেকে পাকিস্তান ৩৩০ কোটি ডলার ঋণ নিয়েছিল। সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় সেই ঋণ ফেরত দিচ্ছে পাকিস্তান। সম্প্রতি দ্বিতীয় ধাপে ১০০ কোটি ডলার ফেরত দিয়েছে ইমরান খানের দেশ। এর আগে গত জুলাই মাসে দেশটি প্রথম ধাপে সৌদি আরবকে ১০০ কোটি ডলার ফেরত দেয় পাকিস্তান।

সৌদি আরবকে বাকি অর্থ পরিশোধ করার জন্য চীনের সহযোগিতা চেয়েছে ইসলামাবাদ। চীন থেকে বাণিজ্যিক ঋণ নিতে চায় পাকিস্তান। চীন যদি পাকিস্তানকে এ ধরনের ঋণ দেয় তাহলে সেই অর্থ দিয়ে সৌদি আরবের বাকি ঋণ পরিশোধ করবে ইসলামাবাদ। আগামী মাসের মধ্যে পাকিস্তানকে সৌদি আরবের এ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন হচ্ছে পাকিস্তানের অর্থ সহায়তাকারী সবচেয়ে বড় মিত্র দেশ।

এদিকে, ভারতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে সৌদি আরব। সৌদি রাষ্ট্রদূত ড. সৌদ বিন মোহাম্মদ আল সাতী এক সাক্ষাৎকারে পিটিআইকে বলেছেন, কিছু খাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বড় ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে দুই দেশ আলোচনা করছে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ঘোষণা করেছিলেন, সৌদি আরব ভারতে পেট্রোকেমিক্যালস, পরিশোধন, অবকাঠামো, খনন ও উৎপাদন, কৃষি ছাড়াও অন্যান্য খাতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করবে।

সৌদি আরব ভারতকে কৌশলগত অংশীদার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে মূল্যায়ন করে বলে উল্লেখ করেন আল সাতী। তিনি অংশীদারত্বের ক্ষেত্র হিসেবে প্রশিক্ষণ, জ্ঞান এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে চলমান সহযোগিতাকে চিহ্নিত করেন।

করোনা মহামারীতে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে ভারতের উদ্যোগের প্রশংসা করেন আল সাতী। তিনি বলেন, উভয় দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এই অঞ্চলের অন্যান্য অর্থনীতিকেও উন্নত করতে সহায়তা করবে।

বহু বছর ধরে সৌদি আরবের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা মূলত তেলের কারণে, কারণ ভারত যে ক্রুড বা অপরিশোধিত তেল আমদানি করে থাকে তার প্রায় ২০ শতাংশই আসে সৌদি আরব থেকে।

সেদেশে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা চল্লিশ লাখেরও বেশি, তারা প্রতি বছর দেশে রেমিট্যান্স পাঠান ১১শ’ কোটি ডলারেরও বেশি।

ভারত মনে করে, সাম্প্রতিককালে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটা গুণগত উত্তরণ ঘটেছে।

যে কারণে সৌদি-পাকিস্তান সম্পর্কে অবনতি

সৌদি আরবের সঙ্গে পাকিস্তানের ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘদিনের সামরিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল এবং রিয়াদ কখনও পাকিস্তানকে ঋণের অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেনি। কিন্তু চলতি বছরের প্রথম দিকে সৌদি আরব তার নীতি পরিবর্তন করে এবং ঋণের ৩৩০ কোটি ডলার ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের মুসলমানদের ওপর দিল্লির নীপিড়নের বিরুদ্ধে সৌদি আরব নিন্দা না করায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কোরেশি রিয়াদের সমালোচনা করেছিলেন। এরপরই সৌদি আরব পাকিস্তানের প্রতি রুষ্ট হয়। পরিস্থিতি শান্ত করতে পাকিস্তান তার সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়াকে সৌদি সফরে পাঠায় কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

নেপালে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে প্রেক্ষিতে নেপালের প্রেসিডেন্ট দেশটির পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি দেশে নতুন করে মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা দেন।

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ এপ্রিল প্রথম দফা এবং ১০ মে দ্বিতীয় দফায় ভোট নেওয়া হবে।

তবে ওলির দল নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির (এনসিপি) একটা অংশসহ সংবিধান বিশেষজ্ঞরা এ সিদ্ধান্তকে ‘অসাংবিধানিক’ বলে অভিহিত করেছেন।

নেপালের সংবাদমাধ্যমগুলোতে বলা হয়, গতকাল সকালে মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ওলি। সেখানে তিনি বলেন, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন। তাই পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হোক। এর আগের দিন শনিবার দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন তিনি।

দ্য কাঠমাণ্ডু পোস্ট, হিমালয়ান টাইমসসহ নেপালের সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, সাংবিধানিক পরিষদ আইনের অধ্যাদেশের বিষয়টি নিয়ে চাপ বাড়ছিল কে পি শর্মা ওলির ওপর। গত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারিকে দিয়ে সেটি সইও করিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

এছাড়া তার নিজ দলের দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধিতাও চরমে পৌঁছেছিল। বিবদমান দুটি পক্ষের একটির নেতৃত্বে আছেন প্রধানমন্ত্রী ও দলের চেয়ারম্যান ওলি। অন্য পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির (এনসিপি) নেতা বিষ্ণু রিজাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন। তাই পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেছেন তিনি।

সাংবিধানিক পরিষদ আইনটি প্রধানমন্ত্রী ওলিকে বৈঠক ডাকা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বড় ক্ষমতা দিয়েছিল। কোরাম পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, মাত্র তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ডাকা গতকালের জরুরি বৈঠকেও মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন না।

এনসিপির মুখপাত্র নারায়ণকাজি শ্রেষ্ঠা বলেন, ‘পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তড়িঘড়ি নেওয়া হয়েছে। কেননা আজকের (গতকাল) বৈঠকে সব মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। এটা গণতান্ত্রিক রেওয়াজের বিরোধী এবং এ ধরনের সিদ্ধান্ত জাতিকে পেছনে ঠেলে দেবে। এটা বাস্তবায়ন হতে পারে না।’

এনসিপির আরেক নেতা মাধব নেপালও বলেন, ‘পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার

বিষয়টি অসাংবিধানিক। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা উচিত।’

সংবিধান অনুযায়ী আগামী ২০২২ সালে দেশটিতে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা। সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

বড় মেয়ের প্রেমিক কোন দেশের, জানালেন ওবামা

তার বড় মেয়ে মালিয়া ওবামা প্রেম করছেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। মেয়ের প্রেমিক একজন ব্রিটিশ। করোনাভাইরাস মহামারির শুরুতে তার মেয়ের প্রেমিক ওবামার বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন।

ইয়াহু নিউজের খবরে বলা হয়েছে, দ্য বিল সিমন্স পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওবামা এটি নিশ্চিত করেন।

তিনি মালিয়ার প্রেমিকের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে এটি নিশ্চিত করেন তার মেয়ের প্রেমিক একজন ব্রিটিশ। মূলত তার কোয়ারেন্টাইনের কর্মকাণ্ড নিয়ে বলতে গিয়েই এটি প্রকাশ করেন তিনি।

ওবামা বলেন, ‘সে একজন ব্রিটিশ। চমৎকার যুবক। মেয়েদের প্রেম নিয়ে চিন্তিত নন ওবামা। সন্তানেরা নিজের মতো করে জীবনযাপন করবে, এটাই তিনি চান।

বিভিন্ন মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের খবরে এর আগে বলা হয়, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বড় মেয়ে মালিয়া প্রেম করছেন। প্রেমিকের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার ব্রিটিশ প্রেমিক রোরি ফারকুহারসন। তিনি ব্রিটিশ এক ব্যাংক কর্মকর্তার ছেলে।

গলফও বেশ ভালো খেলেন তিনি, যাকে বারাক ওবামার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক হওয়ার একটি শক্ত ভিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ ওবামার প্রিয় খেলার তালিকায় আছে গলফ।

ভারতে সাইবার হামলা চীনের

ভারতে সাইবার হামলা চালাচ্ছে চীন। গত কয়েকমাসে দেশটির লক্ষাধিক নাগরীকের তথ্য হাতাতে সাইবার হামলা চালায় চীনা হ্যাকাররা। সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থা সাইবারপিস ফাউন্ডেশনের একটি রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গেছে, চীনের গুয়াংডং এবং হেনান প্রদেশের হ্যাকাররা ভারতের উৎসবের মৌসুমে কয়েক লক্ষ ভারতীয়ের তথ্য হাতাতে একাধিকবার হানা দেয়।

সাধারণত গত অক্টোবর ও নভেম্বর– এই দুই মাসই দেশে উৎসবের মৌসুম। সশরীরে কেনাকাটার তুলনায় করোনা আবহে অনেকেই অনলাইন কেনাকাটার দিকে ঝুঁকেছেন। ক্রেতাদের টানতে একাধিক আকর্ষণীয় অফারও দেয় ই–কমার্স সংস্থাগুলো। আর ওই অফারকেই কাজে লাগিয়ে এই কাজ করেছে ওই হ্যাকাররা।

মূলত, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মকে কাজে লাগিয়েই এই কাজ করত চীনা হ্যাকাররা। ই–কমার্স সংস্থা ফ্লিপকার্ট–আমাজনের অফার দিতে ভুয়া ইউআরএল তৈরি করেছিল। হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মকে ব্যবহার করে ক্রেতাদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিত। থাকত ভুয়া পুরস্কারের প্রলোভনও। আর কোনও ক্রেতা যদি সেই ফাঁদে পা দিয়ে ওই লিংকে ক্লিক করতেন, তাহলেই তার সমস্ত তথ্য চলে যেত হ্যাকারদের হাতে।

সাইবারপিসের তদন্তে দেখা গেছে, ‘বিগ বিলিয়ন ডে স্পিন দ্য লাকি হুইল স্ক্যাম’এবং ‘স্পিন দ্য লাকি হুইল স্ক্যাম’–এর মতো কেলেঙ্কারি হ্যাকারদেরই তৈরি। এর আগেও এভাবে সাইবার হানা চালায় হ্যাকাররা।

ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, উৎসবের মৌসুমে ভারতীয় ই–কমার্স সংস্থাগুলোর জনপ্রিয়তা দেখেই সেই সুযোগে এই হামলা চালায় চীনা হ্যাকাররা। আগামী দিনে ভারতে অনলাইন ক্রেতা আরও বাড়বে। তাই বাড়বে এ ধরনের সাইবার হানার পরিমাণও। এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

করোনায় লণ্ডভণ্ড বিশ্ব, বড়দিন-নববর্ষের ছুটিতে কঠোর লকডাউনে ইতালি

বিশ্বজুড়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে করোনাভাইরাস। আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে করোনার সংক্রমণ রোধে ক্রিসমাস ও নববর্ষের আসন্ন ছুটিতে নতুন করে লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছে ইতালি। শুক্রবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ্পে কন্তে এ ঘোষণা দেন।

কন্তে বলেন, মহামারী করোনার দ্বিতীয় প্রকোপ ঠেকাতে ইতালি সরকার তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আসন্ন ধর্মীয় উৎসব বড়দিন ও নতুন বছর বরণের আয়োজনে যেন নতুন করে করোনা সংক্রমণ না হয় সেজন্য আমরা আবারো সম্পূর্ণ ইতালিকে লালজোনের আওতাভুক্ত করে পুরো ইতালিকে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনারা ভুলে যাবেন না এটা আমাদের ত্যাগের সময়। আমরা এখন ত্যাগ করবো যাতে পরবর্তী সময়ে আমরা সবাই সুস্থ থেকে আমাদের পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারি।

নতুন ঘোষণা অনুযায়ী ২৪ থেকে ২৭ ডিসেম্বর, ৩১ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি এবং ৫, ৬ জানুয়ারি অপ্রয়োজনীয় দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। এ সময় কর্মক্ষেত্র, হাসপাতাল ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হতে পারবে না। বন্ধ থাকবে সব ধরনের পানশালা, রেস্তোরাঁ।

২৮ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত লকডাউন একটু শিথিল করে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বার ও রেস্টুরেন্ট খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে ৩১ তারিখ থেকে পরবর্তী বছরের ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আবারো সম্পূর্ণ লকডাউনের আওতায় থাকবে ইতালি।

টিকা নিলে পুরুষ নারীকণ্ঠে কথা বলবে, নারীদের দাড়ি উঠবে: ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জেইর বোলসোনারো। করোনাভাইরাসকে তিনি ‘সামান্য ফ্লু’ বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলেন। যদিও পরে তিনিও করোনায় আক্রান্ত হন। কিন্তু এরপর তার তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবহেলা কমেনি। করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়ে এখন উল্টাপাল্টা কথা বলছেন তিনি।

ব্রাজিলিয়ান প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি বলেন, করোনাভাইরাসের (কোভিড-
১৯) ভ্যাকসিন মানুষকে কুমির বানিয়ে দিতে পারে। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি এক হাস্যকর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ’করোনা ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ছেলেরা মেয়েকণ্ঠে কথা বলবে। আর মেয়েদের মুখে দাড়ি উঠবে।’

এ কারণে তিনি নিজে কখনও এই টিকা নেবেন না বলে ঘোষণা দেন। ব্রাজিলে মার্কিন ফার্মা জায়ান্ট ফাইজার ও জার্মান সংস্থা বায়োএনটেকের তৈরি ভ্যাকসিনের ট্রায়াল হয়েছে কয়েক মাস ধরে। ইতোমধ্যেই ভ্যাকসিনটি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরবের মতো দেশগুলোতে ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে। ব্রাজিলেও শুরু হয়েছে টিকা দেওয়া কর্মসূচি।

এর মধ্যেই গত বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো বলেন, ‘ফাইজারের চুক্তিতে একটা বিষয় পরিষ্কার: আমরা কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী নই। আপনি যদি কুমিরে রূপান্তর হয়ে যান, তবে এটি আপনার সমস্যা। যদি অতিমানবে (সুপারহিউম্যান) পরিণত হন, যদি কোনো নারীর দাড়ি উঠতে শুরু করে অথবা কোনো পুরুষ নারীকণ্ঠে কথা বলতে শুরু করেন, তাদের কিছু করার থাকবে না?’

এর আগে গত বুধবার টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেই ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দেন, এটা বিনামূল্যে হলেও বাধ্যতামূলক নয়।

তবে বৃহস্পতিবার দেশটির সুপ্রিম কোর্ট রুল জারি করেন যে, করোনা ভ্যাকসিন নেওয়া বাধ্যতামূলক, কিন্তু কারও ওপর বলপ্রয়োগ করা যাবে না। অর্থাৎ, কর্তৃপক্ষ চাইলে ভ্যাকসিন না নেওয়ায় মানুষজনকে

জরিমানা অথবা নির্দিষ্ট জায়গায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে পারবে। তবে জোর করে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না।

সূত্র: এনডিটিভি, এএফপি

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণায় ৫ম স্থানে ইরান!

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ৫ম স্থানে রয়েছে ইরান। এছাড়া, বৈজ্ঞানিক উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশটি বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। মঙ্গলবার ইরানের বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তিমন্ত্রী মানসুর গোলামি এ তথ্য জানান।

নির্বাচিত কয়েকজন বিজ্ঞান গবেষক ও প্রযুক্তিবিদকে দেওয়া সম্মাননা অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইরানের অবস্থানেরও প্রশংসা করেন মন্ত্রী।

মানসুর গোলামি বলেন, বিশ্বে যেসব দেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে বহু বছর ধরে ইরান তাদের মধ্যে রয়েছে। তবে এই অবস্থান ধরে রাখতে হলে বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তি খাতকে সর্বাত্মক সমর্থন দিতে হবে।

ইরানের এ মন্ত্রী বলেন, “আজকে দেশে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্ক গড়ে উঠেছে তা এখন গর্ব ও আশার উৎস। এই পার্ক দেশের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখন আমরা গর্বের সঙ্গে দাবি করতে পারি যে, জ্ঞানের ধারা তৈরি, সেগুলোকে প্রযুক্তি খাতে ব্যবহার ও সম্পদ অর্জনের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছি আমরা।”

মুজিববর্ষের মেয়াদ বাড়ল

করোনাভাইরাসের কারণে গ্রহণ করা কর্মসূচিগুলো নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে করতে না পারায় মুজিববর্ষের মেয়াদ প্রায় ৯ মাস বাড়ানো হয়েছে।

এ সময়কাল ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে বাড়িয়ে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে।

সোমবার এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এ তথ্য দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। পরে প্রজ্ঞাপনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

এতে বলা হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে সরকার ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। মুজিববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিগুলো কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে নির্ধারিত সময়ে যথযাথভাবে করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে সরকার মুজিববর্ষের সময়কাল ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত ঘোষণা করা হল।

প্রসঙ্গত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘মুজিববর্ষ’পালনের উদ্যোগ নেয় সরকার।

কিন্তু চলতি বছরের মার্চ মাসে দেশে করোনা মহামারী দেখা দিলে ভাইরাসটির সংক্রমণ রোধে গত ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত টানা ৬৬ দিন দেশে সাধারণ ছুটি পালিত হয়। যে কারণে এই সময়ের মধ্যে মুজিববর্ষের জন্য গৃহীত নানা কর্মসূচি পালন করা যায়নি।

ওয়াশিং মেশিন থেকে রুটি মেকার,

সবকিছু সঙ্গে নিয়েই আন্দোলনে সামিল কৃষকরা

ভারতে তিন সপ্তাহ ধরে কৃষক আন্দোলন চলছে। এ আন্দোলন আরও দীর্ঘায়িত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাজধানী দিল্লির সিংঘু সীমান্তে ২৭ নভেম্বর থেকে ধর্নায় বসেছেন কয়েক হাজার কৃষক। তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে তাদের আন্দোলন চলছে। প্রবল শীতের মধ্যেই অবস্থান বিক্ষোভে বসে রয়েছেন কৃষকরা।

ট্রাক্টর, ট্রলিকেই ঘরের মতো করে বানিয়ে ফেলছেন কৃষকরা। খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে শোয়ার ব্যবস্থা, সবই রয়েছে সেখানে। কৃষকরা ধরেই নিয়েছেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের আন্দোলনে থাকতে হবে। তাই সবরকম ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন।

ওয়াশিং মেশিন, রুটি মেকার, ফুট ম্যাসাজার, কী নেই! সকাল উঠে কৃষকরা স্নানের পর ব্রেক ফাস্ট সেরে ধর্নাস্থলে হাজির হন। সেখানেই আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক হয়। তারপর দুপুরে তারা আবার ফিরে আসেন। দুপুরে লঙ্গরে খাবার খেয়ে বিশ্রাম নেন। তখনও নিজেদের মধ্যে আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেন কৃষকরা।

সময় কাটানোর জন্য তাসের আসর বসছে। এর পর সন্ধ্যার চায়ের আড্ডা চলে। তারপর রাতের খাবার তৈরির প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায়। এভাবেই আপাতত চলছে কৃষকদের অবস্থান বিক্ষোভ।

সিংঘু সীমান্তে বহু মহিলা কৃষকও রয়েছেন। রান্নার কাজের দায়িত্ব তাদের। তবে আন্দোলনের শুরুর দিকে মহিলা কৃষকদের সংখ্যাটা কমই ছিল। সরকার ইতিমধ্যে মহিলা ও শিশুদের সরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু কৃষকরা কোনও কথা শুনতে রাজি নন।

আবারও ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প,

[redacted]

[redacted]